শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী।

শ্রীশ্রীমতি রাধিকার পূর্ব্বরাগ পাঁচালী।

২য় ভাগ—৩য় খণ্ড।

গানাৎ পরতরম্ নহি।

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী

বিরচিত।

প্রকাশক তস্য পুত্র শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ মুন্সী

সেরপুর,—বগুড়া।

ভগবদ্ভক্ত-বৃন্দের

অতি আদরের সামগ্রী।

কলিকাতা,

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

মূল্য চারি আনা।

ভূমিকা।

গীতামৃত-লহরীর ১ম ভাগের ১ম ও ২য় খণ্ড এবং ২য় ভাগের ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতেই পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় কতক জানান হইয়াছে। এইক্ষণ পদকর্ত্তা যে ১২।১৩ বর্ষ বয়ক্রমকালে তাঁহার গুরুজনদের নিকট গোপন করিয়া শ্রীশ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ পাঁচালি রচনা করেন, তাহাই এই ২য় ভাগের ৩য় খণ্ডে প্রকাশ করা হইল। ইঁহার এই বাল্যকালের রচনার ভাব জ্ঞাত হইলেই পাঠকবৃন্দ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, ইঁহার ছেলেবেলা হইতেই কতদুর জানা শুনা ও কিরূপ ভাবপূর্ণ রচনা-শক্তি ছিল। ১ম ভাগের ১ম খণ্ডে শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ শিরোমণি মহাশয় ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, ইঁহার জীবনের অনেক অলৌকিক অদ্ভুত ঘটনা আছে; তাহার সমস্তগুলি লিখিলে প্রায় একখানি পুস্তকের আকার হইয়া পড়ে বিধায়, তিনি কিছু লিখিয়া পরে প্রকাশের বাসনা জানাইয়াছিলেন। এজন্য আমার কয়েকটী ঘটনা জানানের বড় বাসনা হওয়ায়, যতগুলি জানি তন্মধ্যে সংক্ষেপে ২।৪টী প্রকাশ করিলাম। গীতামৃত-লহরী প্রণেতা ৺যোগেন্দ্রনারায়ণ মুন্সী মহাশয় আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। ৪৩ বর্ষ মাত্র বয়সে হঠাৎ ইঁহার ৺কাশীলাভ হইয়াছে, এই সংবাদ এখানে জ্ঞাত হইয়া আমি ও তাঁহার সকল বন্ধুবর্গই বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছি। বিশেষতঃ ইঁহার সেরপুর নিজ বাটিতে বাস করা কালে ও পরেও ৺কাশীধাম যাওয়ার পর, সময় সময় তথা হইতে এখানে

আসিলে আমি প্রায় সর্ব্বদাই ইঁহার সঙ্গ করিয়া বড়ই আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতাম ও উনিও আমাকে বড়ই অন্তরঙ্গ জ্ঞানে আমাকে পাইলে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ইঁহার সঙ্গিতগুলি যে ভাবে রচিত, হৃদয়ের ভাবও ঠিক তাহাই ছিল ও ইনি সদানন্দময় পুরুষ ছিলেন। বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, বরাবরই সমভাব দেখিয়াছি। ইনি পরম শত্রুকেও মিত্রের ন্যায় দেখিতেন ও ইঁহার পিতা ও বন্ধুদের শত্রুগণও ইঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। ইঁহার মাতৃ-গর্ভে প্রবেশের একটী অদ্ভুত ঘটনা, ইঁহার অভাব পর, ইঁহার পিতার নিকট জ্ঞাত হইয়া, আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছি। যে দিন ইহাঁর মাতার প্রথম গর্ভ হয়, সেই রজনীতে ইঁহার পিতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলে যে, ইঁহার প্রপিতামহের, বাঙ্গালা ১২০০ সালের স্থাপিত, ৺ গোপাল বিগ্রহ তাঁহার ঠাকুরবাড়ী হইতে হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া ইঁহার জননীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। পরে গর্ভ হওয়া প্রকাশ হওয়া অবধি ইঁহার ৺ কাশীলাভ হওয়া পর্য্যন্ত ইঁহার পিতা এ কথা কাহারও নিকট, এমন কি ইঁহার মাতার নিকট পর্য্যন্তও, প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি এই সন্তানকে সাধারণ জ্ঞান না করিয়া অতিশয় ভক্তির চক্ষে বরাবরই দেখিয়া আসিতেন ও ইঁহার কোন কার্য্যে কোন দিনই বাধা দেন নাই। ইঁহার ৺ কাশীলাভ হওয়ার পর অত্যন্ত শোকে অধীর হইয়া ইঁহার পিতা এই বিষয় ব্যক্ত করেন। আর একটী ঘটনা এই যে, ইনি যে বৎসর ৺ কাশীলাভ করেন, অর্থাৎ ১৩১৪ সালের আষাঢ় মাসে, ইনি এখানে আসিয়া আবার আশ্বিন মাসে ৺ কাশীধাম যান, সেই সময় ইঁহার এক জেঠীমাতা এক দিবস শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, এখানকার চারি শত বর্ষের ঠাকুর নরহরির প্রতিষ্ঠিত ৺ গৌরাঙ্গ

মহাপ্রভু পদকর্ত্তার সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নাচিতেছেন। তাহাতে ইঁহার জেঠীমাতা মহাপ্রভুকে স্বপ্নাবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রভূর আগমন এখানে কতক্ষণ হইল হইয়াছে। তদুত্তরে ৺ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেন যে, আমি ত অষ্ট প্রহরই যোগেন্দ্রের সঙ্গে থাকি, ইত্যাদি অনেক কথা বলেন। এমন সময় তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও তিনি কাঁদিয়া ব্যাকুল হন, কিন্তু তিনিও এ বিষয় অপ্রকাশ রাখেন। পরে ইঁহার ৺ কাশীলাভের সংবাদ আসিলে তিনি বলেন যে, আমি এই স্বপ্ন দেখা অবধি যোগেন্দ্রকে সামান্য জ্ঞান করি নাই ও প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সকল দেবতার নামের সঙ্গে ইঁহার নাম করিয়া থাকি। আরও একটী অদ্ভূত ঘটনা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইঁহার সঙ্গীতে যে আমরাই কেবল মানবগণ মোহিত হইয়াছি তাহা নহে, পশু পক্ষীও মোহিত হইত। ইঁহার কনিষ্ঠের শ্যামাপাখী যে দিন কিছুতেই রাত্রে বুলিত না, সে দিন ঐ পাখী ইঁহার নিকট লইয়া গেলে ইনি হাস্য করিয়া গান ধরিতেন। অমনি পাখীও আনন্দে বিহ্বল হইয়া মধুর স্বরে দীর্ঘ সময় বুলিতে থাকিত। আর এক দিন ইঁহার একটী জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর বাবুর বাটীতে ইঁহার গান হইতেছে, বহু শ্রোতা উপস্থিত আছেন। এমন সময় ইনি বলিলেন যে, "দেখ প্রাণকিশোর, গান শুনিয়া সর্প আসিয়াছে, আমি টের পাইয়াছি।" তাহাতে প্রাণকিশোর বাবু আলো লইয়া দেখেন যে, দুইটী বৃহৎ গোখুরা সর্প সত্য সত্যই ইঁহার পশ্চাতের চৌকির পায়া বাহিয়া উঠিতেছে। পরে সকলে ঐ সর্প মারিবার চেষ্টা করায়, ইনি নিষেধ করেন। ইতিমধ্যে সর্প কোথায় যে গেল, বহু লোকের মধ্যে কেহই জানিতে পারিল না। পরে বিশেষ অনুসন্ধানে, ঐ ঘরে পলাইয়া থাকার স্থান বা

কোন গর্ত্তও পাওয়া গেল না। ইঁহার কণ্ঠস্বর শিশুবেলা হইতেই অতি মধুর ছিল ও ইনি অতি শিশুবেলায় পিতার সঙ্গে কীর্ত্তন গান শুনিয়া বাড়ী আসিয়া উলঙ্গ অবস্থায় কীর্ত্তনীয়ার মত সুর ও ভঙ্গি করিয়া "প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তারা, প্রলাপ সন্তাপ-ভাব আদিরসে ভোরা। (আমার গোরা কেঁদে আকুল হ'ল।)" ইত্যাদি গান গাইয়া শুনাইতেন।* পরে ৭৮ বর্ষ বয়ক্রমকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা লোকনাথ ধোপা এখানে ৺ সরস্বতী পূজা উপলক্ষে আসিয়া ৺ চণ্ডীযাত্রা গাইয়া সমস্ত লোককে মোহিত করেন, ঐ সময় ঐ অল্প বয়সেই ইনি সমস্ত গানগুলি মুখে মুখে সুর সহ অভ্যাস করিয়া ঠিক সেই ভঙ্গিতে সকলকে শুনাইয়া অবাক্ করিতেন।

এখানকার ৺ গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। ইনিও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন,। তাঁহার সুর তালে তাদৃশ অধিকার না থাকায়, অনেক গানের সুর তালও ইঁহার নিকট সময় সময় করিয়া লইতেন, তিনিও এজন্য ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইঁহার জীবিতকালে ইনি উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের রচিত অধিকাংশ গীতই নিজে গান করিয়া বহুদেশে প্রচার করিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয় জ্ঞান-মার্গের উচ্চ সীমায় উঠিয়াছিলেন, আর ইনি প্রেম ভক্তির চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়াছেন। প্রেমিক পাঠকগণ এ কথার সত্যাসত্য গানগুলি পাঠ করিলে বেশ অনুভব করিবেন। অলমতি বিস্তারেণ—ইতি।

সন ১৩১৯ সাল। }
তাং ২৩এ কার্ত্তিক। }

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মৈত্রেয়,
সেরপুর হাই স্কুলের শিক্ষক

শ্রীশ্রীগীতামৃত-লহরী।

২য় ভাগ—৩য় খণ্ড।

শ্রীশ্রীমতি রাধিকার পূর্ব্বরাগ পাঁচালী॥

স্বয়ং হরি পরব্রহ্ম, নন্দগোপ গৃহে জন্ম,
লইলেন যশোদা জঠরে।
তদন্তরে পদ্মালয়া, ভানুরাজে করি দয়া,
অবতীর্ণা হইলা তার ঘরে॥
হ'লেন যেরূপে দোঁহে মিলিত, সেই মধুর লীলা সুললিত,
কার না হয় শ্রবণে মানস।

সে মাধুরির এক কণা, কি সাধ্য করি বর্ণনা,
তবে হরি গন্ধ আছে এই সাহস ॥
যাদের সুললিত সুপবিত্র, বিচিত্র প্রেমের চিত্র,
দেখে চিত্ত হয় বিগলিত।
এই মূর্খের কর নিসৃত, মধুর কৃষ্ণ নামামৃত,
তারা শুন্‌লেই হই পরম প্রীত ॥
আমার কবিতায় নাই পারিপাট্য,
তবে হরিকথা সবারি পাঠ্য,
সাহস আমার আছে এই পর্য্যন্ত।
শুনাতে আর কি বল আছে,এই ভিক্ষা সবারি কাছে,
মনোযোগে শুনেন আদ্যন্ত ॥
নমি সে সব কবি পদে, কৃষ্ণ প্রেম সুধাহ্রদে,
প্রেমোন্মাদে হ'য়ে আত্মহারা।
ত্যজিয়ে অসার কাজ, রাজহংসে দিয়ে লাজ,
সারাদিন সাঁতারিতেন যাঁরা ॥
সেই জয়দেব গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস,
ক'রে গেছেন যে ভাব বিকাশ ;
তাহারি আভাস মাত্র ল'য়ে।
প্রণতি করি ভারতীর, দাস হ'য়ে দাশরথির,
রচিনু গীত প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে ॥

হরিতে অবনী ভার, ভব জলধি কর্ণধার,
অবতীর্ণ গোকুল মণ্ডলে।
সুপবিত্র প্রেমলীলা, মধুর ভাব প্রকাশিলা,
যে লীলা শ্রবণে শিলা গলে ॥
সেই প্রেম যে অমূল্য ধন, জগতে জানে ক'জন
হেম রতন তুচ্ছ তার কাছে।
অসার সংসারে সার, সকল মঙ্গলাধার,
প্রেম বিনা আর কিবা আছে ॥
রম্য রাজহর্ম্ম্যতল, প্রেম প্রভায় সমুজ্জ্বল,
আলোকিত দরিদ্র কুটির।
হ'ক না রাজনিকেতন, যেথা নাই প্রেম রতন,
সে ভবন গভীর তিমির ॥
কে ইহা করে অগ্রাহ্য, যার প্রেমহীন হৃদয়-রাজ্য,
রাজ্যেশ্বর হ'লেও সে দরিদ্র।
বলি, তৃণ হ'তেও হীনতায়, স্রোতের শৈবাল প্রায়,
সাঁতারে সে সংসার-সমুদ্র ॥
মহামূল্য প্রেম ধন, সংসারের শ্রেষ্ঠ বন্ধন,
সাধন ধ্যান প্রেমেরি প্রত্যঙ্গ।
শিক্ষা দীক্ষা সদাচার, কবিত্বাদি প্রতিভার,
একমাত্র প্রেমই অন্তরঙ্গ ॥

প্রেমই ভক্তির হেতু, প্রেমই মুক্তির সেতু,
প্রেমেই জীব পায় চতুর্ব্বর্গ।
সকল মঙ্গল দাতা, প্রেমই সেই বিশ্বপাতা,
প্রেমই ইহ পরলোকে স্বর্গ ॥
প্রেমিকে পায় পরমার্থ, প্রেমই নিত্য পদার্থ,
প্রেম সত্য প্রেমই অনন্ত।
প্রেমেই পূত হয় পাপী, প্রেমই চরাচর ব্যাপী,
ভূরাদি সপ্ততল পর্য্যন্ত ॥
প্রেমই বৈদান্তিকের জ্ঞান, প্রেমই বৈষ্ণবের ধ্যান,
সুমধুর মধুর ভাব রূপে।
স্পষ্টই এ যায় বুঝা, প্রেমই শাক্তের শক্তিপূজা,
শৈবের সিদ্ধি নিহিত প্রেমকূপে ॥

—০—

১নং—গীত।

সুরট মল্লার—একতালা।

এ প্রেম নাই রে নাটকে নভেলে।
নাই রে বেদ পুরাণে, তন্ত্রে কি কোরাণে,
নাই রে ভাই বাইবেলে ॥
চিন্ময় এ প্রেম চিন্‌তে যদি চাও,
বিষয়ের সেবা ফেলে,—

সদা—ভক্ত পদধূলি, শিরে লও তুলি,
তবেই যদি কিছু মেলে ॥
এ প্রেমে অভেদ, মিলন বিচ্ছেদ,
লালসা উদ্বেগ আদি পরিচ্ছেদ,
এতে—অশ্রু কম্প স্বেদ, স্তম্ভ স্বরভেদ,
মহাভাব সদা খেলে ;—
এ প্রেম—পার্থিব প্রেমে করে যেবা তুল,
স্থূলে তার ভুল, মূলে সে বাতুল,
ও সে—মোহের বিভ্রমে, অমৃতের ভ্রমে,
জ্বলন্ত গরল গেলে ॥
এ প্রেম—নাই রে প্রাণায়ামে ধ্যানে ধারণায়,
নাই রে জপে তপে ব্রতপারণায়,
লুকায় এ প্রেম জ্ঞানের তাড়ণায়,
তর্কের বাতাস পেলে ;—
স্বধু—শ্রুতমাত্র নাম এ প্রেম উপজে,
আগে নাদ পরে প্রকাশে রূপ যে,
জীব—শেষে গুণাভাসে, পূর্ণানন্দে ভাসে,
নির্ব্বাণ দু'পায় ঠেলে ॥
এ যে—উন্নত উজ্জ্বল আলৌকিক রস,
নয় রে বাহ্যিক রূপাদির বশ,

এতে—নাই রে কাম গন্ধ, অহেতু সম্বন্ধ,
মাতে যুবা বৃদ্ধ ছেলে,—
এ প্রেম—গুপ্তভাবে আছে সপ্ততল মঠে,
কৃষ্ণের কৃপায় কারো প্রাপ্তি ঘটে,
অভাগা যোগেন্দ্র, এ প্রেমের কেন্দ্র,
হাতে পেয়ে ছেড়ে এলে ॥

পদকর্ত্তার উক্তি—

রমণীমোহন বেশে নন্দসুত হরি।
বিহরিছে নিপমূলে বাজায়ে বাঁশরী ॥
হেনকালে কনক কলসী কক্ষে করি।
যমুনায় যান জল আনিতে কিশোরী ॥
অকস্মাৎ হেরি কৃষ্ণ রূপের মাধুরী।
সতৃষ্ণ নয়নে হেরেন লাজ পরিহরি ॥
চঞ্চল হইল চিত্ত চিত্তচোরে হেরি।
উঠিল বাঁশরীর গানে শরীর শিহরি ॥
রূপে মনপ্রাণ সব হরিলেন হরি।
শূন্য দেহ ল'য়ে তথায় রহিলেন সুন্দরী ॥
গুরুজনার গঞ্জনার ভয়ে ভানুর কুমারী।
দ্রুত যমুনায় আইলেন নিতে বারি ॥

সজল নয়নে কলসাতে জল ভরি।
গজেন্দ্র গমনে গৃহে চলিলেন প্যারী॥
সে অবধি নিরজনে, ভাবে নীরদবরণে,
নিরবধি নীরজ নয়নী।
থাকেন সদা নির সনে, কোন রমণীর সনে,
কন্ না কথা কমলবদনী॥
(রাধার) নয়নে না নীর ধরে, নবনীল নীরধরে,
নিরন্তর করেন নিরীক্ষণ।
হরির ধ্যানে নীরত, তিলেকও নাহি নীরত,
রাধার—হৃদয়ে জাগিছে নীরদবরণ॥
হন্ না গুরুজন ভয়ে কুণ্ঠিতা, হ'য়ে অতি উৎকণ্ঠিতা,
গোপনে নীলকণ্ঠ কণ্ঠ দেখে।
কভু বা গৃহ ত্যাগিয়ে, তমাল তরুতলে গিয়ে,
বাহুতে তারে জড়িয়ে ধরে বুকে॥
(আবার) দেখিলে নীল কমলিনী, তার পানে কমলিনী,
চেয়ে রয় সতৃষ্ণ নয়নে।
কভু এলাইয়ে নিজ বেণী, তার মাঝে বিনোদিনী,
মুক্ত কেশ দেখেন নির্জ্জনে॥
কৃষ্ণে ভাবি রাত্রি দিবস, কমলিনীর অঙ্গ অবস,
ভাবে কেমনে পাবেন ত্রিভঙ্গে।

বৃষভানুনন্দিনী,   হ'য়েছে অতি কৃশাঙ্গিনী,
কেবল অস্থিচর্ম্ম সার অঙ্গে ॥

বৃন্দার উক্তি—

একদিন, ঐ ভাব দেখি বৃন্দে, ডাকি সব সখিবৃন্দে,
বলে একি ভাব দেখি শ্রীমতীর।
মানে না কাহারো বাধা,   দণ্ডে শতবার রাধা,
আসে যায় ঘরের বাহির ॥
বদনে নাহি বচন,   সদাই ঝোরে লোচন,
ভোজনেতে জন্মেছে অরুচি।
সোণার বরণ হ'য়েছে কালি, দৃষ্টি ক'রেছেন কালা,
কালিন্দীতে যাতায়াত কালিন বুঝি ॥
রাইয়ের কিসে হ'ল এমন স্বভাব, ভাবিলেও জানা
যায় না সে ভাব,
কিসের অভাব হ'ল শ্রীমতীর।
দেখি নাই কারো এমন ভাব, এ যে নবীন ভাবের
আবির্ভাব,
গভীর ভাবনায়ও হয় না স্থির ॥
নবঘন দেখি অম্বরে,   না সম্বরে অম্বরে,
সাধ ক'রে তায় দেখে কমলিনী।

শুন শুন ও সজনী, নির্জ্জনে দিবা রজনী,
থাকৃতে ভালবাসে বিনোদিনী ॥
সই লো আবার পলে পলে,দৃষ্টি রাধার নিলোৎপলে,
কভু, অঞ্চল পাতি ভূতলে শয়ন।
কভু বা উৎকণ্ঠ মনে, নীলকণ্ঠ কণ্ঠ পানে,
সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ ॥
কভু, এলাইয়ে নিজ বেণী, তার মাঝে বিনোদিনী,
না জানি কি দেখে সহচরি।
হারা হ'য়ে শিরোমণি, হয় যেমন অহি রমণী,
তেমনি কিশোরীকে সদা হেরি ॥

২নং—গীত।

মল্লার—কাওয়ালী।

কমলিনী কেন এমন হ'ল সজনী।
দিবস রজনী রাধার, নীরজ নয়নে ধারা, নিরজনে বসি
সই লো,
ভাবে কাহারে না জানি ॥
(কিবা) স্থির নয়নে কেন, নিরখে নব নীরদ,
নিরন্তর সে দ্বিরদগামিনী ;—
(কভু) সরসি শোভন নীল, সরোজ পানে, ধনি লো,

চেয়ে রয় শরদ শশীবদনা, (আবার) ঘন ঘন, কদম্ব-
কাননে, কেন চায় ধনি ॥
(কিবা) জলদ কজ্জল জিনি, উজ্জ্বল কুন্তল জাল,
কভু বা হেরিছে এলায়ে বেণী ;—
(কভু) কুঞ্চিত করিয়ে ভুরু, তরুণ তমালতরু,
দেখে সে তরুণী ওগো সজনী ;— (আবার) শিখি-
কণ্ঠ পানে সখি,
চায় কেন বিনোদিনী ॥

বৃন্দা আদি সখিগণের উক্তি —

তখন বৃন্দার বচন শুনি, যত গোপ সীমন্তিনী,
মৌনা হ'য়ে লাগিলেন ভাবিতে।
কতক্ষণ ভাবি চিত্রে, বলে সখি রে মোর লয় চিত্তে,
রাইকে বুঝি পেয়েছে লো ভূতে ॥
তোরা হস্‌নে দুখে অভিভূত, নিশ্চিত তারে
পেয়েছে ভূত,
উচিত একজন ভূতুড়ে ডেকে আনা।
তোদের আর কি বল্‌ব বিশেষ, তা'হলেই রোগ
হবে বিশেষ,
বিশেষরূপে যাচ্ছে এটা জানা ॥

কহিছে চম্পকলতিকে, যেমন দেখি শ্রীমতীকে,
বাতিকে সব করায় ওগো সখি।
মিছে কেন হোস্ অধীরে, দমন ক'ৰ্ত্তে এ ব্যাধিরে,
চিকিৎসকের আবশ্যক দেখি ॥
সুদেবী কয়, জ্ঞান হয় আমার, দৃষ্টি হ'য়েছে কালীমার,
তাইতে মুখে কালিমার সঞ্চার।
সবে মিলিয়ে কালিকে, পূজা দেও মা কালীকে,
দিয়ে সখী যোড়শোপচার ॥
ললিতে কয় তা নয় বৃন্দে, নন্দের তনয় গোবিন্দে,
রাই বুঝি দেখেছে কোনখানে।
তাইতে হ'য়েছে এমন ধারা, সদা বয় নয়নে ধারা,
দৃষ্টি নব ধারাধর পানে ॥
তখন সখিগণে বৃন্দা কন, দেখ্তে করের কঙ্কন,
দর্পনের কিবা আবশ্যক।
চল মিলি সব সখিরে, সুধাই সুধাংশুমুখীরে,
দেখি গে রাইয়ের কিসে এত শোক ॥
শুনি বৃন্দার বচন, মিলি সব সখিগণ,
আইলেন শ্রীরাধা সদনে।

এসে দেখে চন্দ্রাননীর, দুনয়নে ঝরিছে নীর,
ব'সে আছেন যেন অন্যমনে ॥
বৃন্দা আদি সখিবৃন্দে, বৃন্দারক বাঞ্ছিত পদারবিন্দে,
প্রণমিয়ে বলিতে লাগিল।
বল বল ও কিশোরি, দিবা রজনী কি স্মরি,
শরীর তোর এমন হইল ॥
নাই মা তোর সে লাবণ্য, সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ,
হ'য়েছে গো স্বর্ণময়ী রাধা।
কেন তোয় বিষণ্ণ দেখি, বল বল বিধুমুখি,
অন্যমনে থাকিস্ কেন সদা ॥
এ তোর কেমন ধারা, সদা বয় নয়নে ধারা,
দৃষ্টি নব ধারাধর পানে।
আবার, দেখিলে নীল কমলিনী, তার পানে কমলিনী,
চেয়ে রও সতৃষ্ণ নয়নে ॥
হলি, কি ব্যাধিতে বিবরণ, বল বল সে বিবরণ,
নইলে মোরা মনে ব্যথা পাই।
মোদের কি বল্‌তে বাধা, মোরা ও চরণে বাঁধা,
আছি সদা জান তা ত রাই ॥
সবে তোর দুখে দুখী, তোর সুখে হই সুখী,
সখি রে আর কোর না বঞ্চনা।

কিসে হ'লি এত কাতরা, বল আমাদেক ত্বরা,
প্রাণে আর সহে না যাতনা ॥

৩নং—গীত।

মল্লার—ঝাঁপতাল।

ও তাই সুধাই গো সুধাংশুবদনী—কেন এমন হইলি
বল,
না জানি কি দুখে মা তোর শুখায়েছে ও মুখ কমল।
নাহি সে রূপ লাবণ্য, সুবর্ণ বর্ণ বিবর্ণ,
দিবা রজনী থাক ধনী, অবসন্নভাবে কেবল ॥
সখি রে তোর একি লীলে, ভাস সদা আঁখি সলিলে,
সতৃষ্ণ নয়নে ক্ষণে, হের নীলোৎপল ;—
(আবার) হেরিলে নব জলধরে,
হাঁসি দেখা দেয় অধরে,
কভু অন্য মনে ধনী, নখরে লিখ ধরণীতল ॥
বল্ কি ব্যাধির কারণ, হ'য়েছিস অধীরা এমন,
কি ঔষধির যোগে দমন, হবে ব্যাধির বল ;—
বল্ তার করি প্রতিকার, কি ব্যাধি করেছে অধিকার,
তোরে কি বল্‌বো অধিক আর,
অধিনী জেনে বল্ সকল ॥

শ্রীমতীর উক্তি।

শুনি, বৃন্দার বচন, রাধার লোচন,
ভাঁসিতে লাগিল নীরে।
কাঁদি কতক্ষণ, মুছিয়ে নয়ন,
বলিলেন ধীরে ধীরে॥

দুখের কথা সখি, তোদেক বল্‌ব কি,
যাইতে সে দিন জলে।
দেখিলাম নবীন এক যুবা, না জানি সে কেবা,
বিহরিছে নিপ মূলে॥

বাজায়ে বাঁশরি, সদা সহচরি,
করে সুমধুর গান।
সই গো সে রবে, পাষাণ দরবে,
যমুনা বয় উজান॥

সেই বাঁশরির স্বরে, শরীর শিহরে,
কুহরে কোকিল কুল।
পল্লব মুঞ্জরে, দেহ কাম জ্বরে,
করিল সই আকুল॥

সখি, সে নব নাগর, দেব কি কিন্নর,
কি নর, দানব, জন।

বুঝিতে কিছুই, নারিলাম সই,
রূপেই ভুলিল মন ॥
কি ক্ষণেই নাগরে, দেখেছি সখি রে,
সেই কদম্বেরি বনে।
এখন, না দেখিয়ে তারে, সদা আঁখি ঝোরে,
রইতে নারি এ ভবনে ॥
বল সহচরি, উপায় কি করি,
কেমনে পাই তার দেখা।
সেরূপ না দেখি, ওগো প্রাণ সখি,
আমার ভার হ'ল প্রাণ রাখা ॥

৪নং—গীত।

ললিত ঝিঁঝিট—একতালা।

সখি রে, কি ক্ষণে, কদম্ব কাননে, সে মনোমোহনে,
হেরেছি সে দিন।
না হেরে সে মনচোরে, সদা মন ঝোরে,
কেমনে পাই তারে, ভাবি তনু ক্ষীণ ॥
যে দিক্ পানে সখি, ফিরাই দুটী আঁখি,
দেখি ওরূপ যেন (কেহ) রাখিয়াছে আঁকি,

যদি বা কখন নয়ন মুদে থাকি, দেখি রে সই,—
(আমার) ওরূপে শোভিত হৃদয় পুলিন ॥
বিনোদ বেনুর গানে পাষাণ দরবে, যমুনা উজান
বহে লো সে রবে,
ক'রে সে রব শ্রবণ, স্থির হয় পবন, হায় রে সই,—
সেই বেনুর গানে, ভানুর রথ গতিহান ॥

—০—

শ্রীমতী ও বৃন্দার উক্তি প্রত্যুক্তি।

বৃন্দে কয় কেমন সে রূপ, বল গো রাই বল স্বরূপ,
কিরূপ দেখেছিস্ সেই বনে।
রূপের কথা করি শ্রবণ, সই লো মোরা জুড়াই শ্রবণ,
ত্বরায় বল গো চন্দ্রাননে ॥
বৃন্দার বচন শুনি, বলে রাই শুন ধনী,
বলি তবে সে রূপের কথা।
এমন অদ্ভুত রূপ, সই তোরে বলি স্বরূপ,
ত্রিলোক মাঝে দেখি নাই কোথা ॥

৫নং—গীত।

দেশ—আড়া।

মরি কি মূরতি রতি পতি মতি মোহে রে।
কষিত কাঞ্চন জিনি, বিমল জ্যোতিঃ দেহে রে

সই, তার ভুরু ভুজঙ্গমে, দংশিল মোর মরমে,
রমণী বাঁচে কেমনে, এত কি প্রাণে সহে রে ॥
অলক্ষে চিত হরিলো, হেরি তনু শিহরিল,
বিরলে কাল হরি লো, নয়নে ধারা বহে রে ॥
মন্ত্র কি মহৌষধি, বল্ সখি জানিস্ যদি,
কিসে আজ যায় এ ব্যাধি, প্রাণ বুঝি না রহে রে ॥

শ্রীমতীর উক্তি—শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন।

তার, বর্ণ কিবা সমুজ্জ্বল, জিনি দলিত কজ্জল,
সজল জলদ অঙ্গ কান্তি।
কি দলিত নীলনলিনীদল, কালিন্দীর কাল জল,
তনু, তরুণ তমাল তরু ভ্রান্তি ॥
সখি রে, অরবিন্দ মুখছাঁদে, গগনে শরদিন্দু কাঁদে,
কুন্দ নিন্দিত দন্ত শ্রেণী।
ললাটে অলকা পাঁতি, নবীন গোরচনা ভাতি,
যেন, সারি সারি খেলিছে হংসিনী ॥
আবার, গলে বনমালা দোলে,
দে'খে নারীর মন দোলে,
কুণ্ডলে শোভিভ শ্রুতিতল।

তার পদ নখর নিকরে, সুধাকর কর ক্ষরে,
নয়ন দুটী যেন নীলোৎপল ॥
খগপতি চঞ্চু আসা, অনাসে বিনাসে নাসা,
ভুজদ্বয় মৃণাল গঞ্জিত।
দেখিলাম নয়ন অঞ্জন, সই গো মোর নীলাঞ্জন,
খঞ্জন নয়নে সুশোভিত ॥
মন ভুলায় সে অবহেলে, ঈষৎ বামেতে হেলে,
বাঁধিয়াছে সুবিনোদ চূড়া।
দিয়েছে সখি তার উপরে, শিখি পুচ্ছ থরে থরে,
তাহে আবার নব গুঞ্জা বেড়া ॥
তার, ঈষদ্ হাঁসির হিল্লোলে, হৃদয় পুতুলি দোলে,
করে শোভে বিনোদ বাঁশরি।
সে যখন অঙ্গ নাচায়, তার পানে যে অঙ্গনা চায়,
সে আর ফিরে আস্‌তে না চায় সহচরি ॥
তার, করের অঙ্গুলী গুলি, যেন কুমুদের কলি,
ভ্রমে অলি গুঞ্জরিছে তায়।
দেখে তার নাসার তিলক, সখি রে ভুলে ত্রিলোক,
মণিময় মঞ্জীর বাজে পায় ॥
সখি, কিবা সে ভ্রুযুগভঙ্গ, দেখ্‌লে যোগীর যোগভঙ্গ,
অঙ্গ খানি ভূষিত ভূষণে।

নয়নের তেড়া চাওনি, তাতে সহজেই ভুলে রমণী,
আবার, কটি সুশোভিত পীত বসনে ॥

—o—

৬নং—গীত।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

দলিত নীল নলিনী দল বরণ সুচিকণ।
অজলদ বিজরী জড়িত সজল জলদে যেন ॥
বিকচ সরোজ বদন হেরিয়ে শরদ শশী,
সরমে চরণ নখরে শরণ লয়েছে আসি,
হাঁসিতে ক্ষরে সুধারাশি, হেরি হরে স্মর মন ॥
(কিবা) কেশরী নিন্দিত কটী, শোভিত তাহে
পীত ধটী,
কুটীল কটাক্ষ দুটী, নয়নে সঘন ;—
বিনোদ বাঁশরী সখি রে,
মিলিত ললিতাধরে,ললাটে অলকা পাঁতি ত্রিভুবন
আলো করে,
(যেন) খেলিছে বকশাবক নবঘন কোলে সঘন ॥
(কিবা)পদতল কি শোভাকর,যেন প্রভাত প্রভাকর,
মৃণাল গঞ্জিত কর, মানস রঞ্জন,—(শিরে) বেঁধেছে

বিনোদ চূড়া, হেলায়ে ঈষদ্ বামে, শিখিপুচ্ছ তাহে
সখি,
বেষ্টিত কুসুমদামে, গুঞ্জরে ভ্রমর পুঞ্জ করিয়ে তাহে
গুন গুন ॥

—০—

শ্রীমতীর উক্তি—

সখি, শুনিলে সে রূপ কেমন, ভুলে তায় পলকে মন,
এক বার যদি পড়ে রূপ নয়নে।
কে এমন সতী গোকুলে, ধৈর্য্য ধ'রে রয় গো কুলে,
সেই বাঁকা রূপ দরশনে ॥
সখি সে যখন ভুরু নাচায়, তখন তার পানে না চায়,
ভবে এমন কে আছে গো সতী।
শুনে তার বাঁশীর রব, করে লো কুল গৌরব,
গোকুল মাঝে কোন্ কুলবতী ॥
সে রূপ কি সুন্দর শোন, যে করে তা দরশন,
লাজ ভয় ত্যজে সে সুন্দরী।
হৃদয় সরোজাসনে, স্থাপিয়ে সেই পীত বসনে,
ভাবে তারে দিবস সর্ব্বরী ॥
সেরূপ সে আর পাসরে না, তাহে কাজে পা সরে না,
কেবল ঐ রূপ ভাবে মনে।

থাক্‌তে সদা ভালবাসে, সে কি আর ভালবাসে,
কেবল ঐরূপ ভাবে ব'সে নির্জ্জনে ॥
সখি রে হেরি সেই রূপ, আমার হয়েছে সেইরূপ,
কি উপায় করি সহচরি।
দেখা তার পাই কেমনে, সদাই তাই জাগে মনে,
বুঝি নব অনুরাগে মরি ॥
সখি কিবা তার বাঁশীর ধ্বনি, যা শুনি ওলো ধনী,
আকুল হয় কুলবতীগণ।
যেন, সতী নারীর কুলগর্ব্ব, বিশেষ করিতে খর্ব্ব,
ধ্বনি ছলে সর্ব্বদা ভ্রমণ ॥
যদি বল সে কেমন, ধ্বনি কি করে ভ্রমণ,
তবে শোন মন দিয়া সজনী।
সই রে শোন প্রথম, নারীর ধর্ম্ম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম,
গরুড় হয়ে গ্রাসে সে অমনি ॥
নারীর গর্ব্ব রূপ নীরনিধি, অগস্ত্য রূপে নিরবধি,
গণ্ডুষে শোষণ করি লয়।
লজ্জারূপা ব্যাধি অনায়াসে, দেব বৈদ্যরূপে নাশে,
শেষে কি তার লাজ আর রয় ॥
হায় আমি কি করিব রে, কুলরূপ করিবরে
হরি হ'য়ে নাশিতে উদ্যত।

তাইতে হয়েছি আকুল, বুঝি হারালাম কুল,
দেখে আমার বুদ্ধি হল হত॥
সখি, তবে কি জলে যেতাম, আগে যদি জানিতাম,
হেন জন আছে এ গোকুলে।
হায় আমি কি করিলাম, কেন কালিন্দীতে গেলাম,
কালি দিতে এ বিমল কুলে॥

—০—

৭নং—গীত।

মল্লার—তেতালা।

কেন গিয়েছিলেম কালিন্দী কুলে।
কালি দিতে মোর নির্ম্মল কুলে, (দেখ্‌লেম)
সে নব নাগরে, সখি, কদম্ব তরুর মূলে॥
মরি কি রূপ মাধুরী, যেন লো স্থির বিজুরি,
খেলিছে নবীন নীরদ কোলে;—
ওরূপ নিরখি, শুন লো সখি,
আমার লাজভয় দূরে গেল, নয়ন মন রইল ভুলে॥
(তাতে) মন-মৃগীর নাই নিস্তার, করেছে রূপ-
জাল বিস্তার,
ব্যাধ ছলে কদম্ব তরুতলে;—
সখি রে শ্রীঅঙ্গ ছটা, আঠায় আঁখি পাখী দু'টা,

বন্দি করিল সে কালিন্দী কূলে ,—
তবে কি যেতেম, যদি জানিতেম্
সই রে, জানিনে যে হেন জন
আছে সখি এ গোকুলে ॥

শ্রীমতী ও বৃন্দাদি সখিগণের উক্তি।

তখন বৃন্দা কয় ওশ্রীমতি, হ'ল মা তোর একি মতি,
এত কাতরা হ'লি কি কারণে।
গুণ তার না পরখি, কেবল রূপ নিরখি,
প্রেম ক'ত্তে উদ্যত তার সনে ॥
একে তুমি রাজকন্যে, তাতে আবার জগত মান্যে,
এটা তোর উচিত নয় কখন।
ফিরেছ তার অন্বেষণে, একথা যদি অন্যে শোনে,
তবে কি ব্রজে টিক্‌তে পারবে তখন ॥
শুন লো রাই বিনোদিনী, যে তোমার ননদিনী,
তার কাছে কি ছাপা রবে একথা।
প্রকাশ হলে পদে পদে, সখি রে পড়্‌বি বিপদে,
তাই বলি বিপথে যাওয়া বৃথা ॥
তখন, প্যারী বলে নবীন কিশোরে, কেমনে রব পাসরে,
সদা ঐ রূপ জাগিছে হৃদ্‌কমলে।

না হেরে সে রূপ মাধুরী, প্রাণ কেমনে মা ধরি,
সদাই দহিছে চিন্তানলে ॥
হ'লো আমার একি দায়, যেদিকে চাই সমুদায়,
কালময় দেখি সহচরি।
যদি থাকি আঁখি মুদে, তবে দেখি হৃদয় হ্রদে,
ভাসিছে ঐ রূপের লহরী ॥
প্রাণে সয় না এ দুখ আর, কবে দেখা পাব সখার,
অনল শিখার মত জ্বল্‌ছে মন।
বিনে সেই জীবনকান্ত, বুঝি হয় মোর জীবনান্ত,
একান্ত তোদেক্ বল্‌লেম সখীগণ ॥
তখন রাধার বচন শুনি, বিশাখা আসি অমনি,
নিরখি সে নীরদ বরণে।
যত্নে এক চিত্র পটে, আঁকি সেই লম্পটে,
রাইয়ের নিকটে দিল এনে ॥
দেখে বিচিত্র চিত্র পটে, চিত্ত চোর লম্পটে,
মূর্চ্ছিতা হইয়ে বিনোদিনী।
পড়িলেন ধরাতলে, ভাসিতে লাগিল জলে,
কমলিনীর নয়ন নলিনী ॥
তখন কেঁদে বলে যত সখী, হায় হায় করিলে একি,
রাই কেন এমন হ'ল বল।

বুঝি হয় ধনার জীবনান্ত, ত্বরা একটুক্ জীবন আন্‌তো,
বাতাস দে লো দিয়ে বসন-অঞ্চল ॥
হ'স্‌নে তোরা হতাশ্বাস, এখনো রাইয়ের আছে শ্বাস,
বিশ্বাস আছে বাঁচ্‌বে কমলিনী।
গিয়ে তার সম্মুখে, সরাইয়ে বসন মুখে,
ঘন ঘন জল দে লো ধনী ॥
এইরূপ মিলি সখিনিকরে, নানাপ্রকার শুশ্রূষা করে,
তবু চেতন হন্ না বিনোদিনী।
এরূপ দেখে ললিতে, বিশাখায় লাগিল বলিতে,
নানারূপ ভর্ৎসিয়া অমনি ॥
হায় হায় কল্লি একি, পটে সে লম্পটে আঁকি,
রাইয়ের নিকটে কেন দিলি।
তোর জন্যে রাইকে মোরা, এত দিনে হ'লেম হারা,
হায় হায় এটা কি ঘটালি ॥
কল্লি এটা কি স্মরি রে, বাঁচা এখন কিশোরীরে,
শরীরে আর বল নাই লো ধনী।
হায় মা তোর একি রীত, হিতে কল্লি বিপরীত,
সুহৃদ হ'য়ে কি কত্তে হয় এমনি ॥
আগে না করি মন্ত্রণা, ঘটালি একি যন্ত্রণা,
যেন জেনে শুনে খাওয়ালি বিষ।

যদি চিত্তচোর লম্পটে, না দেখাতিস্ চিত্রপটে,
তাহ'লে কি রাইকে হারাতিস্ ॥

—o—

৮নং—গীত।

আলিয়া—কেওয়ালা।

হারাই বুঝি সখি রে আজ রাইধনে।
রাই বাঁচে কেমনে, হায় হায় একি হ'ল,
ঐ সোণার কমল ধুলায় প'ল, দেখ দেখি সখি
একি সয় প্রাণে ॥
(বুঝি) ভাবি নব নীরধর বরণে,
নবনীর পুতুলি রাই,
অবনীর মাঝে লোটে, সজনী রে
নিরখি তা কেমনে,
বহিছে নীর নীরজ নয়নে,
(এ কে) নিরশনে কৃশাঙ্গিনী,
হ'য়েছে রাই রঙ্গিনী, এমন হ'লে
বাঁচে কিসে জীবনে ॥
যারে দেখেছে রাই কালিন্দীর তটে,
সখি রে আঁকিয়ে
সেই চিত্তচোর লম্পটে, সযতনে
বিচিত্র চিত্রপটে,

কেন দিয়াছিলি রাইয়ের নিকটে,
(যদি) সে লম্পটের নয়ন বাঁকা,
না দেখ্‌তো সে পটে আঁকা, রাইকে তবে
কি দেখিতাম মোরা আজ ধরাশয়নে ॥

শ্রীমতী ও সখী আদির উক্তি।

নানারূপ শুশ্রূষায় তখন, কমলিনী হ'য়ে চেতন,
বলিতে লাগিল ধীরে ধীরে।
যারে দেখালে বিশাখা, এই সেই প্রাণসখা,
দেখেছি সেই যমুনার তীরে ॥
যার মুরলীর ধ্বনি, শ্রবণ ক'রে ওলো ধনী,
আকুল হয় কুলবতীগণ।
সেই বটে এ নাগর, অপার গুণসাগর,
এই মোর হরিয়াছে মন ॥
এ কথা কহিতে কহিতে, পুনঃ পড়িলেন মহীতে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া বিনোদিনী।
দেখে যত সখীকুল, হইয়া অতি আকুল,
রাইকে ধ'রে তুলিল অমনি ॥
তখন কেহ বা দেয় মুখে জল, কেহ বা দিয়ে অঞ্চল,
বাতাস দিতে লাগিল ধনীরে।

কেহ লাগিল বলিতে, শুন শুন ও ললিতে,
ডাক দেখি একবার শ্রীমতীরে ॥
শুনে তখন ডাকে সখী, শুন ওলো বিধুমুখী,
আবার কেন মা হইলি এমন।
যাতনা আর দিস্ না প্রাণে, চাও একবার মোদের
পানে, ফিরিয়ে দুটী কমল নয়ন ॥
হায় কি অপরাধে, তাদের ত্যজিলি রাধে,
যারা তোর আরাধে চরণ।
প্রাণে আর কত সব, ভুলিব দুঃখ এ সব,
দেখে কার কমল বদন ॥
ঘুচিল মোদের সব আশা যে, কারে সাজাব মোহিনী
সাজে, সাজে কি মা তোর ধরায় শয়ন।
দেখে তোরে অচৈতন্য, হয় যে হৃদয় বিদীর্ণ,
শূন্যময় দেখি নিকেতন ॥
কতক্ষণ পরে প্যারী পাইয়া চেতন।
সখিগণে সম্ভাষিয়ে বলেন তখন ॥
প্রাণসখী রে সখারে দেখা রে ত্বরায়।
শ্যাম অনুরাগে মোর বুঝি প্রাণ যায় ॥
হায় সখি তারে আমি ভুলিব কেমনে।
সে যে ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে সদা জাগে মনে ॥

সে বিনে এ গৃহ জ্ঞান গহন কানন।
জ্ঞান হয় সুধা করে যেন হুতাশন॥
কোথা সে সখার দেখা পাব লো সজনি।
তাই ভাবি কাঁদে মন দিবস রজনী॥

---o---

৯নং—গীত।

মল্লার—এক তালা।

ও তাই শুন্ শুন্ সজনি রে।
কিবা স্থিরা দামিনী সহ কাদম্বিনী
(সে দিন) উদয় হয়েছিল শ্রীযমুনার তীরে॥
নীরদের রব নীরস শুনিতে,
কোকিল কণ্ঠ নীরব এ মেঘের ধ্বনিতে,
ধ্বনি শুনি কূলে রয় যে অবনিতে,
সতী বলি সই রে সেই রমণীরে॥
সে মেঘের ধ্বনি শুনি সহচরি,
নাচিয়ে উঠিল মানস ময়ূরী,
দেখ্‌লাম সে মেঘের কটাক্ষ বিজরী,
চারু ইন্দ্রচাপ শোভে শিরে;—
(সই রে) নিপমূলে দেখে সে নবীন মেঘ,
অনুরাগ বাতাসে বাড়িল রে বেগ,

ভাবিলাম সখি হ'ল কি উদ্বেগ,
বাঁচিতে চাই যদি, গৃহে যাই ফিরে ॥
* নীড় হতে নব নীরদে নিরখি,
প্রেম-নীর আশে, আশা-তৃষায় সখি,
উতলা হইল জীবন-চাতকী,
কাতরে যাচিল নীরে ;—(আবার)
তনু ক্ষয়কারী অনুরাগ বাতাসে,
(গিয়ে) উদয় হয় সে মেঘ হৃদয়-আকাশে
বরষিয়ে বারি নয়ন-পথে এসে,
ভাসায় শেষে সই রে দুখ-সরসীরে ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি ।

তখন বৃন্দা বলে বিনোদিনী থেক না আর বিষাদিনী,
এখনি গিয়ে আনিব নাগরে ।
কিছুকাল আর ধৈর্য্য ধর, এ ঘোর জ্বালা সহ্য কর,
কালাচাঁদ মিলাব সত্বরে ॥
এত বলি শ্রীরাধারে, এ'ল দূতী যমুনার ধারে,
এলথেল পাগলিনী পারা ।
এসে দেখে শ্রীনিবাসে, বসি নিভৃত নিবাসে,
গলিছে আঁখিযুগলে ধারা ॥

* নীড়—পক্ষীর বাসা ।

নিরখি সখারে এ ভাবে, নিতান্ত কাতর ভাবে,
নীরবে ভাবে ইন্দুনিভাননী।
নিশিতে নীরজ নয়নীরে, নিরখি যমুনা নীরে,
নীরদ কায় হ'য়েছে এমনি॥
নিগুঢ় নির্ণয় তরে, নিবেদে পদে সকাতরে,
নয়নে নীর ঝোরে অবিরল।
বলে নীরদবরণ কেন ভাই, নীরসবদন দেখ্‌তে পাই,
নিরোধ কণ্ঠ কি নিমিত্ত বল॥
কেন নীর নীরজ নয়নে, নীরব ভাবে নিরজনে,
না জানি কি ভাব হে নিশিদিন।
নয়নে যেন নিদ্রা নাই, আরক্ত নিরখি তাই,
নিরাশ নীরে ভাস নীল নলিন॥
কি নিমিত্ত নীরব বাঁশী, নীরদ কায় ধরা নিবাসি,
নাই হাসি, নাই সে বাঁশী করে।
দুঃখ নীরধি নীরে নিমগ্ন, নিরবধি নীরদ বর্ণ,
নীল দেহ নিরক্ত নিরাহারে॥
নিগূঢ় নারি বুঝিতে, নিপুণ হয়ে অতসীতে,
নিশিদিন গাঁথ হে মালিকে।
আবার নিরখি সখা হে একি, নীরদাঙ্গে হরিদ্রা মাখি,
না জানি কি রেখেছ তায় লিখে॥

১০ নং—গীত।

মূলতান—একতালা।

একি ভাব দেখি হে সখা,
সকাতরে একা, বসে কেন নিরজনে।
নাই আর সে ভাব, বল কি অভাব,
নীরব ভাবে কি ভাব মনে॥

এমন অধীর হ'লে, কাহারে বা স্মরি,
গিরি ধরা করে কৈ হে বাঁশরী,
নিদ্রা পরিহরি, ধরা'পরে হরি,
পতিত কি কারণে;—

(ওহে) কি বিষাদে আজি বিরস বদন,
অবিরত সখা, ভাসে দুনয়ন,
বিগলিত কেন ও পীত বসন,
সন্তাপিত কি কারণে॥

সেদিন দেখলাম সখা, একি ভাব তোমার,
বসি বেতসী কুঞ্জেতে গাঁথি অতসী হার,
সুখ-সরসীতে ভাসি, শিরসিতে হাঁসি
ধরিলে হে যতনে;—

(আবার) সাধ করে কেন হের হে হিরণ্য,

চম্পক কলিকে তুলিয়ে কি জন্য,
চারি পাশে রাখ, ছড়াইয়ে সখা,
থাক সদা অন্য মনে॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

মেলিয়ে নয়ন, তুলিয়ে বয়ান,
চাহিয়ে বৃন্দার পানে,
বলে বেনুধারী, বল বৃন্দা সই,
কেমনে এলে এখানে॥
কি আশায় আসা, নিরাশার ছায়া,
কেন গো বদনে তোর।
কেন ছল ছল, নয়ন যুগল,
জানিতে বাসনা মোর॥
ছলনা ত্যজিয়ে, বল না ললনা,
না বলিলে কিন্তু আমি।
কোন সদুত্তর, দিতে এ কথার,
হব না লো অগ্রগামী॥
তখন ত্যজিয়ে ছলনা, বলে গোপাঙ্গনা,
বিবরিয়ে সব কথা॥

শুন তবে হরি, কই তব কাছে,
পরিহরি কৈতবতা ॥
সেই, বৃকভাণু রাজ, কুমারী কিশোরী,
তোমারে স্মরি হে শ্যাম।
সকল বিস্মরি, বেশ পরিহরি,
ধরা লোটে অবিরাম ॥
নীল নলিন, নয়ন ধারায়,
ভাসে হে সলিল ধারে।
তোমারে ভেবে হে, গিরিধর সদা,
নিহারে সে বারি ধরে ॥
ভ্রমর চুম্বিত, নীল কমলিনী,
তোমার ভরমে হেরে।
সদা বিষাদিনী, বিনোদিনী রাই,
উন্মাদিনী পারা ফেরে ॥
কভু কাঁদে কভু, হাসে কমলিনী,
বাঁধে না হে বেণীজাল।
কেশপাশে তব, মোহন মাধুরী,
নিহারে সে সদাকাল ॥
এভাবে নিরখি, রঙ্গিনীরে মোরা,
আঁখিনীরে সদা ভাসি।

তোমা বিনে নাথ, কে আর নিবারে,
এ দারুণ যাতনারাশি ॥

১১নং—গীত।

মূলতান—একতালা।

শ্যাম হে তোমা বিহনে। চিত্রপুতলিকার মত
সে ভানুর বালিকে বসে থাকে সদাই নির্জ্জনে ॥
ওহে—শিখিপুচ্ছধারী দেখ্‌লে শিখির পালক,
তাঁর নীলোৎপল আঁখির পড়ে না পলক,
প্রহর ব'লে প্যারীর জ্ঞান হয় পলক,
নীলোৎপল হেরে নয়নে ॥
কিবা গলিত কুন্তলে, শয়ন ভুতলে,
নয়নজলে সদা ভাসে,
আবার—নব নীরধরে, হেরিলে অধরে,
ক্ষণে হাস্য সুপ্রকাশে ;—
সে যে তমালতরু হেরি, তুলিয়ে দুহাত,
তোমায় ভাবি, বলে এস প্রাণনাথ,
এ জনমের মতন হেরি ও বদন,
জীবন সঁপি গিয়ে জীবনে ॥
(রাধে) সদাই উৎকন্ঠিতা, হয় না হে কুন্ঠিতা,
গুরুজনার গঞ্জনার ভয়ে,

উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ প্যারীর কজ্জল আভা হেরি,
হরি হে তোমার বিরহে ;—
(সে যে) রতিপতির শরে সদাই ব্যথিত,
মতি নাই শ্রীমতীর শ্যাম তোমা ব্যতীত,
মূর্চ্ছিতা হইয়ে কভু বা পতিত,
হয় সে ধনী ধরাসনে ॥

—০—

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দার উক্তি-প্রত্যুক্তি—

গোপ-রমণীর বাক্যে তখন, মনোভাব করিয়া গোপন,
ঈষদ্ হেঁসে বলিছেন হরি।
সখি, ডুবায় কে নিজ শরীরে, জেনে শুনে কলুষ-নীরে,
পর রমণীরে গ্রহণ করি ॥
পর নারীর সনে প্রণয়, করাটা উচিত নয়,
বিনয় কর্‌লে শুন্‌ব না সুন্দরী।
যে দেয় ও পানে পদ, পদে পদে তার ঘটে বিপদ,
পদে ধরলেও ওপথে যেতে নারি ॥
পর ললনায় নাই হে প্রণয়, তাদের প্রেম ছলনাময়,
তুমিই নয় বল না সত্য নয় কি ?
যাদের লাঞ্ছনায় নাই সরম, কাঁচে যাদের কাঞ্চন ভ্রম,
তারাই এমন বাঞ্ছা করে সখি ॥

[পু]নঃ বলেন গোপীকায়,আমি মনেও ভাবিনা গোপীকায়,
না সঁপি কায় পর রমণীরে।
[ক]াজ কি আমার কৈতবতায়,সুন্দরি লো বল গে তায়,
বৃথায় কেন খোয়ায় সে শরীরে॥
শুন সখি আর এক কথা, এমন ত দেখি নাই কোথা,
বল্লে পরে অবাক্ হয়ে র'বে।
চিনি না কে ভানুর সুতা, কিন্তু এক স্বরূপযুতা,
রমণীরে দেখেছি যেন কবে॥
এমন দেখি নাই নির্লজ্জা মেয়ে,
পর পুরুষের পানে চেয়ে,
ধেয়ে ধেয়ে যমুনার কূলে।
তার রঙ্গ দেখে অবাক্ হয়ে,
মনে ভাবলেম এ কার মেয়ে,
উজ্জ্বল করেছে কোন কুলে॥
শুনি দূতীর অধোবদন, জানায়ে শ্রীমতীর বেদন,
নিবেদন করে শ্যাম-পদে।
ওহে নাথ ধরি ও পায়, ক'র না হে নিরূপায়,
পায় পায় ফে'ল না বিপদে॥
বিশেষ দিব কি দুঃখের পরিচয়,হরি হে আজ নিশ্চয়,
হারাব জন্মের মত কিশোরীরে।

তাইতে এত অনুনয়, ওহে গোপরাজ তনয়,
নিরাশ-নীরে ডুবাইও না দাসীরে ॥

—o—

১২ নং—গীত।

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

হরি হে বিধির সৃজন রস-নদী রাধা-নামে।
সম্প্রতি আগতা শ্যাম-সিন্ধু সঙ্গমে ॥
লঙ্ঘিয়ে কুল-ভূধর, ভাঙ্গিয়ে ধরম-সেতু,
আগতা প্রায় রস-নদী সিন্ধু পরশন হেতু ;
মনোরথ রতন আকর, মিলিবে ক্রমে ॥
আসিছে সে কত রঙ্গে, কেন বা ক্রোধ-তরঙ্গে,
কর হে তার গতিরোধ বিপুল বিক্রমে ;—
অনুরাগ-মরুত ভরে বেগে ভেঙ্গেছে *ধব-তরু,
হয়েছে শঙ্কিত হেরি সম্মুখে বিরহ-মরু,
নিরাশ-হ্রদে পড়ে, আজ তব বিক্রমে ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

বলে বেনুধারী, আমিও রাধারি,
রূপ-শরে আছি মাতিয়ে।
ঐ বিকচ কমলে, বসাইব ব'লে,
রেখেছি হৃদয় পাতিয়ে ॥

* ধব=পতি।

ঐ হেম মাধুরী, ভ্রূভঙ্গি চাতুরী,
রেখেছি মরমে আঁকিয়ে।
স্থির বিদ্যুল্লতা, ধীরতা শীলতা ;
সকলি লয়েছে কাড়িয়ে ॥
ও সে, আধ চাহিয়ে, আধ হাঁসিয়ে,
আধ বদন ঢাকিয়ে।
প্রাণ সহ যে, সকলি নিয়েছে,
দেহই মাত্র রাখিয়ে ॥
রাধা রূপ ধ্যানে, রাধা গুণ গানে,
যামিনী পোহাই জাগিয়ে।
বাস তিয়াগিয়ে, বিজন বিপিনে,
বিহরি রাধার লাগিয়ে ॥
রাধিকা রূপ, আরাধি লো সই,
বিরলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
সাধের বাঁশরী, রাধা-নাম গানে,
আদরে রেখেছি সাধিয়ে ॥
অলক্ষিতে মোরে, সে মনোমোহিনী,
বাহু-মৃণালে বাঁধিয়ে।
চপলার প্রায়, চ'লে গেল বালা,
কিরণে নয়ন ধাঁধিয়ে ॥

কে যেন সজনী, সে মোহিনী রূপে,
রেখেছে অমিয়া মাখিয়ে।
বিষম গরল, রয়েছে লো তার,
চারু ভুরুযুগ ব্যাপিয়ে॥

১৩ নং—গীত।

মুলতান—ঝাঁপতাল।

(মলিন মুখচন্দ্রিমা সুর)

কষিত কাঁচা কাঞ্চন কান্তি কলেবরে।
বিকসিত কমল ভ্রান্তি হেরি রে ;—
স্মিত বদন শশধরে॥

চিকণ চাঁচর চুলে কবরি বাঁধি রে ;—
সাজায়েছে কুসুম দামে হেরি মন প্রাণ হরে॥
সখি হে সে রূপসী, মরমে রহিল পশি,
কেমনে ও মুখশশী, রহিব পাশরে ;—
উড়ায়ে ঈষদ্ অনীল নীল বসনে রে ;—
ফুলের গেড়ুয়া লুফি আকুল করিল মোরে॥
(সখি) কিবা সে মূরতি, চিত রহিলো মাতি,
জাগে ও রূপ দিবারাতি হৃদয় মাঝারে ;—

কুরঙ্গ নয়না কত রঙ্গ বা জানে রে ;—
হেরি চমকে অনঙ্গ, সঘনে অঙ্গ শিহরে ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দার উক্তি প্রত্যুক্তি।

সে বিষ জ্বালায়, সব তনু মোর,
রেখেছে সজনি জারিয়ে।
যৌবনের বনে, নয়নের সনে,
মানস গিয়েছে হারিয়ে ॥
পাইলে রাধায়, পাই লো পরাণ,
পাগল তাই ভাবিয়ে।
নিভাইতে চাও, এ মোর হুতাশে,
ত্বরা যাও সখি ধাইয়ে ॥
ধরিয়ে বৃন্দার কর, সুধান শ্যাম সুধাকর,
যাও দূতী বল গে রাধায়।
আমিও তারি বিহনে, দ্বিগুন বিরহ-দহনে,
দাহন হতেছি সর্ব্বদায় ॥
যা হোক, বাজালে সঙ্কেত বাঁশী,
নিঃশঙ্কে কুঞ্জেতে আসি,
রাই সহ হইবে উদয়।
এতেক শ্রবণে দূতী, হয়ে পুলকিত অতি,
কুঞ্জে আসি দ্রুতগতি শ্রীমতীকে কয় ॥

বলে, ও কিশোরী ত্বরা শুন,
উঠ মা ত্যেজে ধরাসন,
সম্বরণ কর লো বসন, বাঁধ লো বেণীজালে।
যদি করবি হরি দরশন, ত্যজ দুঃখের নিদর্শন,
পর লো নানা বিভূষণ, অলকা পর ভালে॥
তব দুঃখ বিনাশন, করিবে পীতবসন,
নয়নে নীর বর্ষণ, ঘুচিল এতকালে।
যখন দিবেন হরি দরশন, করি মোহন বাঁশরী শ্বন,
ক'রবে তোরে আকর্ষণ, গভীর নিশাকালে॥

-০-----

১৪ নং—গীত।

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

চল গো প্যারি কুঞ্জ কাননে গো।
ধরাসনে কেন ধনি ধারা বহে দুনয়নে॥
বিরস বদন কি বিষাদে, সুখালো তোর,
দুঃখ-সাগর, বিধির প্রসাদে,
চল ত্রিভঙ্গে ভেটিতে অঙ্গ ভূষিত করি ভূষণে॥
দুখের চিহ্ন ত্যজ এ সব, ত্বরা করি,
চল গো প্যারী, হেরিতে কেশব,
চল জুড়াই গে এ তাপিত অঙ্গ শ্যামাঙ্গের পরশনে॥

পদকর্ত্তার উক্তি।

তখন মিলে সব অঙ্গনাগণ, আনন্দে হয়ে মগন,
শ্রীরাধায় লাগিল সাজাতে।
ভুলে যায় হৃষীকেশ, এরূপে বাঁধিল কেশ,
কেশ-রজ্জু দিয়ে সে ললিতে॥
যুগল কর কুবলয়ে, করি স্থবর্ণ বলয়ে,
স্থশোভিত তুঙ্গ বিদ্যা সখী।
আনন্দ ধরে না চিতে, হেঁসে হেঁসে এসে চিত্রে,
শিরে সিঁথি দিল তাহা দেখি॥
করিতে শ্যাম মনোরঞ্জন, বিশাখা আনিল অঞ্জন,
খঞ্জন নয়নযুগে দিল।
অধরে ধরে না হাঁসি, চম্পক লতিকা আসি,
নীল সাড়ি রাইকে পরাইল॥
স্থদেবী, আনি হার গজমতির, গলে দিল শ্রীমতীর,
ভুলাইতে যশোমতির স্থতে।
কর্ত্তে সূর্য্যেন্দুর দর্প দূর, ইন্দুলেখা আনি সিন্দূর,
দিল ইন্দুবদনীর সিঁথে॥
শেষে ঈষদ্ মধুর হাঁসি, শ্রীরূপ মঞ্জরী আসি,
নুপুর পরাইল শ্রীচরণে।

নীরব নিশিথ সময়ে, নিরখিতে রসময়ে,
ধাইল সবে সঙ্কেত কাননে ॥
সবে চলিল নাচিতে নাচিতে, আনন্দ ধরে না চিতে,
নন্দ-নন্দনে হেরিব ব'লে।
কভু বা বিদ্যুৎ প্রায়, গমন সবার দ্রুত পায়,
ক্ষণে গজেন্দ্র গমনে চলে ॥

১৫ নং—গীত।

বেলোয়াল—এক তালা।

ঐ যায় রে, নব অনুরাগিণী ভেটিতে শ্যাম ত্রিভঙ্গে।
চলে নিকুঞ্জকাননে, কুঞ্জর গমনে,
প্রিয় সখীগণে, লইয়ে সঙ্গে ॥
হৃদে উথলিছে সুখ-সিন্ধু, শোভে শ্রম-জলে মুখ ইন্দু,
গুরু নিতম্বভারে, ধনী চলিতে না পারে,
ক্ষণে চলিতে চলিতে,
ঢলিতে ঢলিতে, পড়ে প্রিয় সখী ললিতার অঙ্গে ॥
হেরি লাজে লুকায় অনঙ্গ, কত বাজে মধুর মৃদঙ্গ,
ধনীর চৌদিকে সখীবৃন্দ,
তাদের ধরে না মনে আনন্দ,

কেহ বিগলিত কেশী, কা'র মুখে হাঁসি,
কোন বা রূপসী নাচিছে রঙ্গে ॥

পদকর্ত্তা, শ্রীমতী ও সখীগণের উক্তি।

এইরূপ চলিছে সব সুন্দরী, রূপে পথ আলো করি,
ভেটিতে সে ভুবনমোহনে।
সঙ্গিনীগণে ললিতে, লাগিল তখন বলিতে,
হাঁসি হাঁসি মধুর বচনে ॥

চেয়ে দেখ ও গো সখি, আজি কি শোভা নিরখি,
আঁখি যে আর ফিরাইতে নারি।
শ্রীমতীর রূপ লাবণ্য, আলো ক'রেছে বৃন্দারণ্য,
অন্য কি ছার, দেখে ভুলে নারী ॥

আমরাই যখন ভুল্‌লেম সই, এ রূপেতে অবশ্যই,
ভুলবে সে শিখিপুচ্ছধারী।
দেখ্‌লে ধনীর নাসার নলক,
পড়বে কি তার চোখের পলক,
অবাক্ হয়ে র'বেন অম্‌নি হরি ॥

যদি দেখেন ধনীর কমল আঁখি,
তবে কি আর কমল আঁখি,
আঁখি ফিরাতে পারবে গো সজনি।

যখন যাব হরির সদন, হেরিলে তখন প্যারীর বদন,
মদনমোহন মোহিত হবে অমনি ॥
যদি দেখে ধনীর ভ্রুভঙ্গ, তা হ'লে অমনি ত্রিভঙ্গ,
অনঙ্গ-শরে হবেন ব্যথিত।
দেখলে শ্রীমতীর গলার মালার মতি,
স্থির র'বে কি কালার মতি,
হবে মতিভ্রংস যশোমতির সুত ॥
এইরূপে রাধারে লয়ে সবে, মজিয়া মহা উৎসবে,
চলিছে কেশবে নিরখিতে।
লঙ্ঘিয়ে কুলগিরি, চলিছেন ব্রজেশ্বরী,
রঙ্গে সহচরিগণ সাথে ॥
পদে তার নুপুর বাজিছে,
তায় কত শত ফণি বাজিছে,
তায় ফিরে না চান বিনোদিনী।
প্রেমের কি বিচিত্র গতি, জ্ঞান নাই সদ্গতি,
শ্যামকেই কেবল মনে ভাবিছে ধনী।
কুল-কমল কানন, কটাক্ষে করি দলন,
করিণীর প্রায় কমলিনী।
কঠোর কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে, কোনরূপে কায়ক্লেশে,
কুঞ্জে এলেন কুঞ্জরগামিনী ॥

কোমল কলেবরে কত, করেছে কণ্টকে ক্ষত,
কুশাঙ্কুর বিদ্ধ কমল পদে।
কেবল মাত্র কৃষ্ণে স্মরি, কাতরা তায় নয় কিশোরী,
কাতরে চায় কেবল কালাচাঁদে॥
কোকিল কলকণ্ঠে কয়, কই রে কৃষ্ণ কৃপাময়,
কই রে কই কনককুণ্ডলধারী।
কামিনীকুল মোহন, কই রে কমললোচন,
কই রে সে কন্দর্প-দর্পহারী॥
কুঞ্জে কই কুঞ্জবিহারী, কুল কুঞ্জরকেশরী,
কিশোরী প্রাণকান্ত কই রে।
কই রে কুবলয় কান্তি, কেমনে নিবারি ক্লান্তি,
কালিন্দী কূল-বিহারী কই রে॥
কষ্ট আর কত স'ব, কই রে কৃষ্ণ কেশব,
কমলিনীর কাল ভ্রমর কই রে॥
এইরূপে কুঞ্জে আসি প্রবেশিল মজিয়া উৎসবে সবে।
শূন্য গৃহ হেরি প্যারী শ্যামের অভাবে ভাবে॥
কুলভয় ত্যজি এলাম হরির সেবনে বনে।
সে যদি ছলিল তবে ধৈর্য্য মানে কেমনে মনে॥
চারিদিকে চান ধনী দেখেন কানাই নাই।
অবসন্ন ভাবে অমনি বসিলেন ধরায় রাই॥

ঝরিতে লাগিল দুটী নয়নে ধনার নীর।
বল শূন্য হ'ল তখন স্বর্ণময়ী কিশোরীর শরীর ॥
বলে সখীগণে আর ইচ্ছা নাই বাঁচিতে চিতে।
ত্বরায় অনল আনি জ্বাল ও গো চিত্রে চিতে ॥
নইলে সঁপিব আজি যমুনা-জীবনে জীবনে।
সখি রে মিটিল সাধ এ জীবনের আজি বনে ॥

১৬ নং—গীত।

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভেবে আকুল কিশোরী, কুঞ্জে শ্যামে না হেরি,
(বাণে) বেঁধা কুরঙ্গিনীর মত ধনী চকিত
নয়নে চাহে চারিদিকে ॥
(দেখে) স্বর্ণময়ী রাধে বিলাসভবন শূন্য,
বসিলেন অবনীতে হ'য়ে অবসন্ন,
হ'লো বদন বিষন্ন, ধনী নয়নজলে ভাসে,
ললিতায় ভাসে, জীবন ধ'রবো সখি
বল্ আর কি সুখে ॥
সই লো আর আমি কত সই বা চিতে,
বাসনা আমার নাই আর বাঁচিতে,

ত্বরায় জ্বাল্ চিতে, আমি তাহে আজি, বনে,
সঁপিব জীবনে, (নইলে) জীবনে জীবন দিব এ দুখে ॥

পদকর্ত্তা ও শ্রীমতী ও সখিগণের উক্তি।

তখন রাইকে বলে ললিতে,
শ্যাম কি তোয় পারে ছলিতে,
বৃথা কেন ভাবিস ও গো ধনি।
শোক দুঃখ পরিহর, ত্বরায় বাসরশয্যা কর,
বংশীধর আসিবেন এখনি ॥
গভীরা হ'লে রজনী, আসিবে সে ও সজনি,
তোর প্রতি সে হয় নাই নিদয়।
কিছুকাল সয়ে থাক, দাসীর বচন রাখ,
দেখ গোকুলবাসীর হয় কিনা উদয় ॥
ধনী, প্রিয় সখীর বচনে, প্রবোধ মানিয়া মনে,
বাসরশয্যা করিতে লাগিল।
করিল নানাবিধ সজ্জা, পাতিল কিশলয়-শয্যা,
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বালাইল ॥
শ্যামে দিতে প্রেমের উপহার, গাঁথিল কুসুমের হার,
মালতী মল্লিকা আদি ফুলে।

কুন্দ ফুলে ভানুবালা, গাঁথিলেন চিকণ মালা,
চিকণ কালায় ভুলাইবে ব'লে ॥
এরূপে করি গৃহসজ্জা, কিশোরী হ'লেন অধৈর্য্যা,
বাঁশীধরের বিলম্ব নিরখি।
বদনে না বাণী সরে, অতিশয় কাতর স্বরে,
বিশাখায় বলিলেন বিধুমুখী ॥
সই রে কই এল শ্যাম, বুঝি বিধি হ'ল বাম,
অভাগিনীর অদৃষ্টের গুণে,
বঁধুর বিলাস সুখে হ'লাম বঞ্চিতে,
কুঞ্জে নারিলাম বঞ্চিতে,
কুঞ্জবিহারী সে হরির সনে ॥
হায়—বঞ্চি শ্বাশুড়ী ননদে, নিরখিতে সে বিনোদে,
বৃথা কি এলাম তবে বনে ॥
বঁধুর দেখা পাব মনে আশা, ছিল তাতেই বনে আসা,
নিরাশা তায় হ'লেম এতক্ষণে ॥
হায় কেন শয্যা পাতিলাম,
কার তরে মালা গাঁথিলাম,
কালা যদি কুঞ্জে না এলো।
কি গতি আছে কৃষ্ণ-প্রাণার,

বাঁচে না বিনে কৃষ্ণ প্রাণ আর,
তোদের জানার বাকি কি আছে বল ॥
এইরূপ বিনোদ বিলাস সুখে হইয়া বঞ্চিতা।
বিলাপ করিছে বনে বৃষভানু সুতা ॥
বিধুর বদন বিধু বঁধুর বিহনে।
বহিছে অনিবার বারি বারিজ লোচনে ॥
দংশিছে বংশীধর বিরহ বৃশ্চিক বক্ষঃস্থলে।
বাণী নাই বিনোদিনীর বদন কমলে ॥
এইরূপ বিরাজে বৃষভানু বালা বিলাস বিপিনে।
ব্রজবাসীর বাঁশীর রব শুনিলেন শ্রবণে ॥
বাহ্যজ্ঞান-বিহীনা বালা বলিলা বৃন্দায়।
ঐ বুঝি বঁধু এলো বাঁচাতে আমায় ॥
ঐ শোন সই, ঐ শোন ঐ,
ঐ মোহন মুরলী বাজে।
যে মুরলী তানে, আকুল প্রাণে,
ত্যজিনু গো কুল লাজে ॥
যে বাঁশীর গানে, আপনা পাশরি,
আইনু কাননমাঝে।
ঐ শোন ঐ, মুরলীতে সই,
ঢালিছে লো অমিয়া যে ॥

কুল টুটায়ে, ফুল ফুটায়ে,
কাননময় সুরভি ছুটায়ে।
ভ্রমরে হটায়ে, কুসুম মধু,
পূরিল বন আওয়াজে ॥
বিপিনবিহারী তখন বাজায়ে বাঁশরী।
আইলেন কুঞ্জবনে যথা ব্রজেশ্বরী ॥
নিরখি বাঁশরী ধরে বৃষভানু বালা।
বিস্মরিত হইলেন বিরহের জ্বালা ॥
বিলোচন বারি প্যারী, বারি বিলোচনে।
চেয়ে রহিলেন বঁধুর বদন বিধুপানে ॥
বিনোদিনীর বাহু ধরি বিপিনবিহারী।
বসাইলেন সাদরে তখন বাম ঊরূপরি ॥
বিমল বদনে প্যারীর স্বেদ বিন্দু হেরি।
মুছাইলেন পীত বরণ বসনেতে হরি ॥
সখীবৃন্দে বৃন্দে তখন বলিতে লাগিল।
হের বিনোদ বামে বিনোদিনীর কিবা
শোভা হইল ॥

-০-

১৭ নং—গীত।

সিন্ধু কাফি—ঝাঁপতাল।

হের সজনি, গো।

সেজেছে বিনোদ বামে কিবা ও রাই বিনোদিনী,
সজল ঘন-কোলে যেন খেলিছে দামিনী ॥

কিবা তরুণ তমালতরু, বেষ্টিত করিছে যেন,
স্বর্ণ-লতিকায় ;—
যেন, মাতিছে মকরন্দ লোভে, আনন্দভরে ভ্রমরা,
হেম অরবিন্দে গো ধনী ॥

মরি, কিবা শোভা নিরখি যেন, জড়ায়ে ধরেছে
ধনী লো,
প্রেমভরে নীল কমলে হেম কমলিনী ;—
শ্যামে নীল অরবিন্দ ভ্রমে, ভ্রমিছে ভ্রমরবৃন্দ,
কুঞ্জ কুটীরে ;—
কিবা রাধিকা-মুখ সুন্দর, পূর্ণ সুধাকর ভাবি, উড়িছে
ঐ চকোর রমণী ॥

পদকর্ত্তার উক্তি। *

১৮নং—গীত।

স্থরট—একতালা।

চৌদিকে ফুটেছে ভাবের কুসুম, নীরব নিঝুম
নিখিল ধরণী।
তার মাঝে একি, অপরূপ দেখি, বিজরী জড়িত
নীলকান্ত মণি॥
রূপে ঝরিছে সুধার ঝরণা, গলিয়া পড়িছে কতই
লাবণী।
অবনীমোহন মাধুরী হেন, কে গড়িল আহা!
ছাঁকিয়া নবনী॥
প্রেমে গলিয়ে, ঢলিয়ে ঢলিয়ে, এ উহার গায়
পড়িছে টলিয়ে,
দোঁহে দোঁহ রূপে যেতেছে মিলিয়ে, অভেদ হইয়ে
পুরুষ রমণী;—

* এই গীতটী ২য় ভাগের ২য় খণ্ডের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের ১৩ নম্বরে আছে, এই পাঁচালীর পালা পদকর্ত্তা ১২ বৎসর বয়ক্রমের সময় গুরুজনকে ছাপাইয়া রচনা করেন। সেই জন্যই কোন গানেই পদকর্ত্তার ভনিতা নাই; সেই কারণে ১ম গীত ও উপরোক্ত গীত এই দুইটী গীত ১ম ও শেষে দেওয়া হইল, ১ম গীতটীও ২য় ভাগের ২য় খণ্ডের ৩য় উচ্ছ্বাসের ১ম নম্বরে আছে।

কোটীচন্দ্র কিরণে উজলি, খেলিছে যেন রে একটী
পুতলি,
পলকে আবার, যুগল বিহার, যেমনি আছিল
নেহারি তেমনি ॥
চৌদিকে ছুটেছে অতুল সুবাস,
মৃদুল মৃদুল বহিছে বাতাস,
ফুটাইয়া কলি, ভেদিয়া কাকলি, বাজিছে মুরলি
মদন মাদনী ;—
দোঁহে—হাসিছে ভাসিছে মিশিছে আবার,
পলক ঝলকে নাশিছে আঁধার,
ক্ষণে উজলিয়া, যোগেন্দ্রের হিয়া,
না জানি কোথায় পশিছে অমনি ॥